28 March 2024
National & International News

গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড 	প্রসঙ্গ: • একই অঞ্চলে নবায়নযোগ্য শক্তির প্রচারের পাশাপাশি গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড **(GIB)**-এর সংরক্ষণ প্রচেষ্টার ভারসাম্য রক্ষার সমস্যাগুলি মোকাবিলা করতে সুপ্রিম কোর্ট সম্প্রতি সাত সদস্যের একটি কমিটি নিয়োগ করেছে। সম্পর্কিত: • দ্য গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড **(Ardeotis nigriceps)** ভারতীয় বাস্টার্ড নামেও পরিচিত। এটি ভারতীয় উপমহাদেশে পাওয়া একটি বড় পাখি। • এটির শরীর অনুভূমিক এবং এর উটপাখির মতো লম্বা খালি পা রয়েছে। • কৃষ্ণসারের আবাসস্থলে প্রায়শই এই পাখিগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে **1972** সালের বন্যপ্রাণী সুরক্ষা আইনের অধীনে এই পাখিগুলি সুরক্ষিত। • পূর্বে ভারত ও পাকিস্তানে বিস্তৃত, গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড এখন গুরুতরভাবে বিপন্ন এবং **2011** সাল থেকে **IUCN** রেড লিস্টে তালিকাভুক্ত। • এই পাখিগুলির জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। সম্ভবত **2008** সালের হিসাবে **250**টিরও কম পাখি এখন অবশিষ্ট রয়েছে। • এই প্রজাতির বিলুপ্তির প্রধান কারণ শিকার এবং বাসস্থানের অভাব। • প্রথাগতভাবে, এদের মাংস এবং খেলাধুলার জন্য শিকার করা হত। এছাড়াও, চোরাশিকার একটি উদ্বেগের বিষয়। • ইন্দিরা গান্ধী খালের মতো সেচ প্রকল্পের কারণে বর্ধিত কৃষিও এই পাখিগুলির আবাসস্থলের ক্ষতিসাধন হয়েছে। সংরক্ষণের প্রচেষ্টা: • এই সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য, রাজস্থান **2013** সালে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে **"**প্রজেক্ট গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড**"** চালু করেছিল। • এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল সংরক্ষিত এলাকায় এবং এর বাইরে বাস্টার্ড প্রজনন ক্ষেত্রগুলিকে বেড়া দিয়ে ও নিরাপদ প্রজনন ঘের প্রদানের মাধ্যমে রক্ষা এবং পরিচালনা করা।
রামকৃষ্ণ মিশন	প্রসঙ্গ: • রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতি স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজ সম্প্রতি কলকাতায় প্রয়াত হয়েছেন। সম্পর্কিত: • **1897** সালে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন হল একটি জনহিতৈষী সংস্থা। এই সংস্থা কর্মযোগের নীতিতে বিশ্বাস করে এবং ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ সেবার উপর জোর দেয়। • এর বহুমুখী কাজের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্যসেবা, দুর্যোগ ত্রাণ, গ্রামীণ

	ব্যবস্থাপনা, উপজাতি কল্যাণ, শিক্ষা এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম। • এছাড়াও, রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রদান করে এবং অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু গ্রন্থ প্রকাশ করে। • এই সংগঠনটি প্রাথমিকভাবে অদ্বৈত বেদান্ত প্রচার করে এবং যোগের চারটি আদর্শ সমর্থন করে। এগুলি হল: জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ এবং রাজযোগ। • রামকৃষ্ণ আন্দোলন বেদান্ত আন্দোলন নামেও পরিচিত। বেদান্তের বার্তা প্রচার এবং সুবিধাবঞ্চিতদের উন্নতির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ এটির সূচনা করেছিলেন। এর মূলমন্ত্র হল "নিজের মুক্তি এবং বিশ্বের মঙ্গল।" **("for one's own liberation and for the good of the world.")**
ব্রুসেথোয়া ইসরো **(Brucethoa ISRO)** 	প্রসঙ্গ: গবেষকরা সম্প্রতি কেরালার কোল্লাম উপকূলে গভীর-সমুদ্রের আইসোপডের একটি নতুন প্রজাতি শনাক্ত করেছেন। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার (ISRO) সম্মানে তাঁরা এটির নামকরণ করেছেন ব্রুসেথোয়া **ISRO**। গুরুত্বপূর্ণ দিক: • ব্রুসেথোয়া প্রজাতির অংশ এই ক্ষুদ্র ক্রাস্টেসিয়ানটিকে স্পাইনিজাও গ্রিনআই মাছে পরজীবী হিসাবে বাস করতে দেখা গেছে। • এটি ভারতে আবিষ্কৃত এই বংশের দ্বিতীয় প্রজাতি। আইসোপডস: • আইসোপড হল **"Isopoda"** ক্রমের অন্তর্গত ক্রাস্টেসিয়ানদের বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে অমেরুদণ্ডী প্রাণী। এর মধ্যে কাঁকড়া এবং চিংড়ি রয়েছে। • পাহাড় এবং মরুভূমি থেকে গভীর সমুদ্র পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন আবাসস্থলে এদের প্রায় **10,000**টি পরিচিত প্রজাতির দেখা মেলে। কাজেই, এরা অবিশ্বাস্যভাবে বৈচিত্র্যময়। • বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও, আইসোপডগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। • এদের সবার দুই জোড়া অ্যান্টেনা, যৌগিক চোখ এবং চার সেট চোয়াল রয়েছে। • এদের দেহ সাতটি অংশ নিয়ে গঠিত। এর প্রতিটিতে নিজস্ব একজোড়া হাঁটার মতো পা রয়েছে। • এছাড়াও, আইসোপডের একটি ছোট পেটের অংশ রয়েছে যা **"প্লেয়ন"** নামে পরিচিত ছয়টি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে এক বা একাধিক অংশ লেজের অংশে মিশে থাকে। • সমস্ত আইসোপড প্রজাতির প্রায় অর্ধেক সমুদ্রে বাস করে। আবার অন্যান্য কিছু আইসোপড উপকূলীয় এবং বালু-তীরবর্তী জলে হয় সমুদ্রের তলদেশের দিকে থাকে বা গাছপালায় বাস করে। • যদিও বেশিরভাগ আইসোপড মুক্ত-জীবী, কিছু সামুদ্রিক প্রজাতি অন্যান্য প্রাণীতে বাস করা পরজীবী।
ফিলিপাইনস	প্রসঙ্গ: • ভারত ফিলিপাইনের সার্বভৌমত্বের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। এটি এমন

একটি পদক্ষেপ যা চীনের প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে।

সম্পর্কিত:

- ফিলিপাইনস আনুষ্ঠানিকভাবে রিপাবলিক অফ ফিলিপাইনস নামে পরিচিত। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপপুঞ্জ দেশ,(আর্কিপেলাগিক দেশ) যা 300,000 বর্গ কিলোমিটারের মোট ভূমি এলাকাসহ 7,641 দ্বীপ নিয়ে গঠিত।
- এই দেশটি উত্তর থেকে দক্ষিণে তিনটি প্রধান ভৌগলিক অঞ্চলে বিভক্ত। এগুলি হল: লুজন, ভিসায়াস এবং মিন্দানাও।
- এক বৈচিত্র্যময় জনসংখ্যার কারণে এটি বিশ্বের দ্বাদশ-সবচেয়ে জনবহুল দেশ।
- এর রাজধানী হল ম্যানিলা এবং কুইজোন হল এটির সবচেয়ে জনবহুল শহর।

সীমান্তবর্তী দেশ:

- ভৌগোলিকভাবে, ফিলিপাইন পশ্চিমে দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্বে ফিলিপাইন সাগর এবং দক্ষিণে সেলেবেস সাগর দ্বারা বেষ্টিত।
- এর উত্তরে তাইওয়ান, উত্তর-পূর্বে জাপান, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বে পালাউ, দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে মালয়েশিয়া, পশ্চিমে ভিয়েতনাম এবং উত্তর-পশ্চিমে চীনের সামুদ্রিক সীমানা রয়েছে।
- প্রশান্ত মহাসাগরীয় রিং অফ ফায়ারে একটি দ্বীপ রাষ্ট্র হিসাবে অবস্থান এবং বিষুব রেখার নিকটবর্তী হওয়ার কারণে ফিলিপাইন অত্যন্ত ভূমিকম্প এবং টাইফুনপ্রবণ।

গুরুত্বপূর্ণ দিক:

- অর্থনৈতিকভাবে, ফিলিপাইনের একটি মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা রয়েছে। এটি কেন্দ্রীভূত অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণের সাথে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে একত্রিত করে।
- এই দেশটি এশিয়া-প্যাসিফিক ইকোনমিক কো-অপারেশন **(APEC)** এবং অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস **(ASEAN)**-এর সদস্য।
- ফিলিপাইনসে সাম্প্রতিক দশকগুলিতে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখা গেছে। **2010** সাল থেকে এর গড় বার্ষিক বৃদ্ধির হার প্রায় **6%**।
- 2023 সালে, ফিলিপাইনের অর্থনীতি অনুমান করা হয়েছিল 435.67 বিলিয়ন ডলার এবং 2024 সালে মাথাপিছু আয় ছিল 12,127 ডলার।
- চীন এবং ফিলিপাইনের মধ্যে বিরোধ মূলত স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের উপর চীনের দাবিকে কেন্দ্র করে, যা বহু শতাব্দী প্রাচীন।
- চীন দাবি করে যে স্প্র্যাটলিস এবং অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জসহ প্রায় সমগ্র দক্ষিণ চীন সাগর তার প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়ে। অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে, এই দাবিটি ফিলিপাইন এবং ভিয়েতনাম দ্বারা দৃঢ়ভাবে বিতর্কিত।

Copyright © by Adda247

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without prior permission of Adda247.